ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-২৭৯৪(আগরতলা-০৮।১১)
তেলিয়ামুড়া,০৮ নভেম্বর,২০১৮

নেশামুক্ত ও উন্নত ত্রিপুরা গড়তে সরকার এবং জনগণকে একসাথে কাজ করতে হবে : মুখ্যমন্ত্রী

নেশামুক্ত ও উন্নত ত্রিপুরা গড়তে সরকার ও জনসাধারণকে একসাথে কাজ করতে হবে। বর্তমান রাজ্য সরকার ৩৭ লক্ষ ত্রিপুরাবাসীর সরকার। গতকাল কালীপূজা উপলক্ষে তেলিয়ামুড়া ভগৎ সিং মিনি স্টেডিয়ামে তেলিয়ামুড়াস্থিত নিউস্টার ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। তিনি নিজ এলাকায় কোনও নেশাকারবারী থাকলে সে সম্পর্কে প্রশাসনের গোচরে নেওয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, প্রশাসনের আধিকারিকগণ স্থানীয় এলাকা এবং জনগণের সাহায্য পেলেই এলাকার উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করতে পারবেন। তিনি বলেন, রাজ্যকে দারিদ্র্যতা মুক্ত করতে সরকারের দায়িত্ব অনেক বেশি। সরকার এ লক্ষ্যে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে। যে কোনও রাজ্যের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা বিরাট ভূমিকা নেয় বলে অভিমত ব্যক্ত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এ ব্যাপারে দেশের প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে রাজ্য সরকারও কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। রেশন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা আনতে এবং প্রকৃত সুবিধাভোগীকে দুর্নীতিমুক্ত সুবিধা পাইয়ে দিতে রাজ্যে ই-পি ডি এস ব্যবস্থা চালু হয়েছে। জমি বিক্রয় এবং কেনার ক্ষেত্রে দালালরাজ বন্ধ করতে এবং হয়রানি রোধে চালু হয়েছে ই-স্ট্যাম্পিং ব্যবস্থা। আরও বেশ কিছু ক্ষেত্রে এ ধরণের ব্যবস্থা চালু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এসব কিছুর সুফল আগামী কিছুদিনের মধ্যেই রাজ্যবাসী পাবেন এবং মাত্র তিন বছরের মধ্যে এ রাজ্য দেশের মধ্যে মডেল রাজ্য হিসেবে পরিগণিত হবে। তিনি বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সময়কালের মধ্যেই দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা নানা সমস্যার সমাধান হচ্ছে। এ সময়েই লোয়ারপোয়া থেকে চোরাইবাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ধ্বসের যে সমস্যা ছিলো তা সমাধান হয়েছে। এখন আর রাস্তায় ধ্বসের কারণে রাজ্যবাসীকে দীর্ঘদিন ধরে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার চাইছে সমস্ত অংশের মানুষের জীবনযাত্রার মানের উন্নয়ন ঘটাতে। যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কিছুদিন আগে টেটের মাধ্যমে শিক্ষা দপ্তরে ৯৬০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। আগামীদিনেও এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। তবে যুব সমাজকে শুধুমাত্র সরকারি চাকরি নির্ভর না হয়ে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার অবশ্যই সহায়তা করবে।

অনুষ্ঠানে দুঃস্থ পরিবারের ৩০ জন ছেলে-মেয়ের মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীকে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন এলাকার বিশিষ্ট নাগরিক গোপাল পাল।

*****